দৈনিক সংবাদ

6

তারিখ ... 13 AUG 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৩ .....

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাতকদের স্থান নেই

মৌলবাদী দল জামাতে ইসলামের পোষ্য ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির কি দেশে আইয়ামে জাহেলিয়াত কায়েম করতে চায়? তাদের রগকাটা, হাতকাটা সংস্কৃতির পর নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের কর্মীকে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দিয়ে খুন করা। মানুষ কত নৃশংস হলে এরকম অমানবিক আচরণ করতে পারে তা ভাবতেও কষ্ট হয়।

ঘটনাটি কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। গত রোববার খুলনা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে চলন্ত বাস থেকে শিবিরকর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মী খুরশীদ হাসান মামুনকে জোরপূর্বক ঠেলে ফেলে দেয়। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মামুনকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কিছুদিন ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে বিরোধ চলছিল। ইতোপূর্বে দুপক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়েছে। গত রোববারের ঘটনা তারই জের বলে প্রকাশিত খবরে বলা হয়।

বিপরীত রাজনৈতিক ধ্যানধারণাপুষ্ট দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিরোধ থাকতেই পাবে। কিন্তু সেই বিরোধের সূত্র ধরে প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনের নেতা বা কর্মীকে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেয়ার মতো অমানবিক ঘটনা একমাত্র শিবিরই ঘটাতে পারে। জন্মলগ্ন থেকে এই ছাত্র সংগঠনটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। মুখে তারা ইসলামী শাসনের কথা বললেও সারাক্ষণ সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এই সংগঠনটি ছাত্রভর্তি থেকে শুরু করে হলে সিট বরাদ্দ পর্যন্ত গায়ের জোরে সবকিছু করতো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনে রদবদল ঘটে এবং বর্তমান উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর ইতিবাচক উদ্যোগের প্রতি অন্যান্য ছাত্র সংগঠন সমর্থন জানালেও শিবির বিরোধিতা করে আসছে। কারণে অকারণে বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা বন্ধ করে দিতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন তারা অবাধে সাংগঠনিক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে। পড়াশুনা নয়, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন দখল করা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে লংকাকান্ড ঘটে। ছাত্রলীগ কর্মীরা দুদিন ধর্মঘট পালনের পাশাপাশি ক্যাম্পাস ও শহরে মিছিল সমাবেশ করেছে। মিছিল থেকে একদল উচ্ছৃঙ্খল কর্মী শিবির সন্দেহে কয়েকজনকে মারধরও করে। তারা কুষ্টিয়া শহরের কিছু দোকানপাট ভাঙচুর করেছে বলে পত্রিকার খবরে বলা হয়।

একটি অন্যায় দিয়ে আরেকটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কিংবা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া সমীচীন নয়। বরং ছাত্রলীগ কর্মীরা যদি মামুন হত্যার দ্রুত তদন্ত ও বিচার দাবি করতেন সেটাই হতো যথার্থ। মামুন হত্যাকান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে। তাদের এই অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেও বলতে চাই, অবিলম্বে মামুন হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই উচিত উদ্যোগী হয়ে মামলা করা। কেননা সে স্বেচ্ছায় ট্রাকের নিচে আত্মাহুতি দেয়নি। শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই হত্যাকারী অথবা হত্যাকান্ডে সহায়তাকারীদের কোন অধিকার নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার। আদালতের বিচার সময়সাপেক্ষ। শান্তিকামী মানুষের দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিবিরের এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। তাদের বহিষ্কার করুক। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আমরা রগকর্তনকারী ও ঘাতক দেখতে চাই না। চাই পড়াশুনার সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশ।